ধর্ষণ মামলায় যারা জড়িত, তাদের যদি কেউ আশ্রয় দেয় তাদের শেকড় উপড়ে ফেলা হবে

ধর্ষণ মামলায় যারা জড়িত, তাদের যদি কেউ আশ্রয় দেয় তাদের শেকড় ধরে উপড়ে ফেলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান।

তিনি বলেন, নরসিংদী ও ঝিনাইদহের শিশু তাবাচ্ছুম ধর্ষণ ও হত্যা মামলাসহ সব ধর্ষণ ও হত্যা মামলাকে আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি। তিনি আরও বলেন, মাগুরার চাঞ্চল্যকর আছিয়া হত্যাকাণ্ডের সময় আমি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। দ্রুত আছিয়া হত্যার বিচার সম্পন্ন করা হয়েছে। নরসিংদী ও ঝিনাইদহের শিশু তাবাসসুম হত্যা মামলাও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে এবং দ্রুত বিচার সম্পন্ন হবে।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলার সংসদ সদস্য ও জেলায় কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান আরও বলেন, আজকের পর থেকে ঝিনাইদহে যারা চাঁদাবাজি, কমিশন বাণিজ্য, হুমকি-ধামকি ও রাজনৈতিক দলাদলি করার চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপনারা আমাকে জানাবেন। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও মাদক নির্মূলে আমরা সবাই মিলে কাজ করব।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সাংবিধানিকভাবে ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। আগামী সংসদের প্রথম অধিবেশনেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রত্যেকটি অধ্যাদেশ আমরা বিল আকারে পেশ করব।

তিনি আরও বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের তাজা রক্তের বিনিময়ে দেশে একটি নির্বাচন হয়েছে, আমরা একটি সরকার পেয়েছি। জুলাই শহীদদের অমর্যাদা হয় বা তাদের আত্মা কষ্ট পায় এমন কোনো কর্মকাণ্ড এই সরকার মেনে নেবে না। অভ্যুত্থান চলাকালে যে বা যারা

যতটুকু অপরাধ করেছে, তাকে সেই অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে হবে। ফ্যাসিস্ট ও গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের আইনগত প্রক্রিয়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

দুর্নীতি বন্ধে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কঠোর অবস্থানের নির্দেশনা দিয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, এই সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে। যারা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হবে, তাদের শুধু চাকরিই যাবে না; তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার পাশাপাশি দুদকের মাধ্যমে দুর্নীতির মামলাও দায়ের করা হবে। জনগণের জন্য উন্নয়ন ও অবকাঠামো খাতে বরাদ্দকৃত প্রতিটি টাকার হিসাব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেওয়া হবে। কেউ যদি এক পয়সা কমিশন নেয় বা দুর্নীতি করে, তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহের সড়ক ও অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উন্নয়নমূলক কাজের মানের ব্যাপারে এখন থেকে আর কোনো আপস করা হবে না। কোনো ঠিকাদার যদি সড়ক ও সরকারি বরাদ্দের অবকাঠামো নির্মাণকাজে অনিয়ম, দুর্নীতি ও কমিশন বাণিজ্য করে, তাহলে ওইসব ঠিকাদারের লাইসেন্স আইনগত প্রক্রিয়ায় বাতিল করা হবে।

কালীগঞ্জে রেল লাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাত যুবকের লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে রেল লাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার সকালে উপজেলার বারবাজার এলাকার রেল লাইনের পাশ থেকে আনুমানিক ২০/২১ বছর বয়সী ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে রেল লাইনের পাশের পুকুর পাড়ে এক যুবকের লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী। পরে রেল পুলিশ এসে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করছে পুলিশ।

যশোর রেল পুলিশের এস আই জৌতিষচন্দ্র বর্মন বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছি। আমরা ধারণা করছি ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের পর রিপোর্ট এলে সঠিক কারণ জানা যাবে।

ঝিনাইদহে চাঁদাবাজি বন্ধ না করলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

ঝিনাইদহ পৌরসভার হাটবাজারে অতিরিক্ত খাজনা আদায় ও খাজনার নামে চাঁদাবাজি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

ইজারাদারের বিরুদ্ধে খাজনার নামে চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে শহরের নতুন হাটখোলা বাজারে সংবাদ সম্মেলন করেন ব্যবসায়ীরা।

এ সময় বাজারের মাছের আড়ৎদার বাদশা বুলবুল, আব্দুল করিম মিয়া; কাঁচামালের আড়ৎদার হুমায়ন কবির কল্লোল এবং গোস্ত ব্যবসায়ী মিজানুর রহমানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ীরা দাবি করেন, জেলা প্রশাসন ও পৌরসভার দোহাই দিয়ে এবং ইজারামূল্য অতিরিক্ত নির্ধারণের অজুহাতে ইজারাদার খেয়ালখুশিমতো খাজনা আদায় করছেন। খাজনার রশিদ ছাড়াও ইজারাদার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতি মাসে চাঁদা নিচ্ছেন বলে অভিযোগ করা হয়।

বাদশা মিয়া ও হাফিজুর রহমান নামে দুই ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, আগে এক মণ কাঁচামালে চার টাকা খাজনা ছিল। এখন সেই খাজনা প্রতি মণে ১৬০ টাকা দিতে হচ্ছে। চটের খাজনা আগে ১৫ থেকে ২০ টাকা ছিল, এখন দ্বিগুণ আদায় করা হচ্ছে। একজন গৃহস্থ চারটি কদু বিক্রি করতে এসে ৫০ টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

কুরবান আলী ও হাবিবুর রহমান বলেন, একটি ছাগল বিক্রি হলে দুই হাজার টাকা খাজনা আদায় করা হচ্ছে। অথচ আগে এত টাকা খাজনা দিতে

হয়নি। খাজনা আদায়ের রশিদ না দিয়েই জোর করে টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে সাধারণ ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন।

ব্যবসায়ীরা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, তাদের অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রশাসন যদি খাজনার নামে বেপরোয়া চাঁদাবাজি বন্ধ না করে, তবে হাটবাজার বন্ধ করে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

ইজারাদার আক্তার হোসেন ব্যবসায়ীদের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আগে যেমন খাজনা আদায় করা হতো, এখনো সেই নিয়মেই খাজনা আদায় হচ্ছে। নিয়মের বাইরে কিছু করা হচ্ছে না। ঝিনাইদহ পৌরসভাকে খাজনার সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্য একাধিকবার বলা হলেও তারা তা দেয়নি। এ কারণে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, খাজনার নামে ইজারাদারের লোকজন যদি অতিরিক্ত টাকা আদায় করে, তবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক টাকাও যাতে বেশি নিতে না পারে, সে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, ব্যবসায়ীরা লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে হাটের ইজারা বাতিল করা হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে আইন-শৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস-নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আইন-শৃঙ্খলা এবং সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২টায় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিদারুল আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-২ (সদর ও হরিণাকুণ্ডু) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য আলী আজম মোহা: আবু বকর।

প্রধান অতিথি এমপি আলী আজম মোহাঃ আবু বকর প্রথম বলেন,”উপজেলার সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব। কোনো ধরনের সন্ত্রাস ও নাশকতা বরদাশত করা হবে না। মাদক, জুয়া ও ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে।”

এসময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দজাদী মাহবুব মঞ্জুর মৌনা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার, জামায়াতে ইসলামী উপজেলা আমির মোঃ বাবুল হোসেন, সেক্রেটারি ইদ্রিস আলী মাস্টার, উপজেলা কৃষি অফিসার শরীফ মোহাম্মদ তিতুমীর, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ উজ্জ্বল কুমার কুন্ডু, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সাংবাদিক ও দপ্তর প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় উপজেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনাসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এলাকায় কোনো প্রকার অস্থিতিশীল পরিবেশ বা নাশকতা সৃষ্টির চেষ্টা চললে তা কঠোর হস্তে দমনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়া তরুণ সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয় এবং উপজেলার হাট-বাজার ও গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে পুলিশি টহল বৃদ্ধির ওপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কোটচাঁদপুরে চোরাই মালামালসহ দুই চোর আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর থানাপুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে চোর চক্রের দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে। গত রোববার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোটচাঁদপুর থানার এসআই (নিঃ) মো. মাসুম

বিল্লা সঙ্গীয় ফোর্সসহ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

গ্রেপ্তারকৃত আসামিরা হলেন সলেমানপুর গ্রামের খোদাবাঁচড়া পাড়ার হাসান তারেকের ছেলে নাজমুল হাসান তুমুল এবং মহেশপুরের আলামপুর গ্রামের মিছির আলীর ছেলে মো. বাবুল আক্তার।

কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারকৃত নাজমুল হাসান তুমুল এলাকায় চিহ্নিত ও কুখ্যাত চোর হিসেবে পরিচিত। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাদের হেফাজত থেকে বিভিন্ন সময় চুরি হওয়া মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নম্বর: ০৮, তারিখ: ২২/০২/২০২৬, ধারা: ৪৫৭/৩৮০ (গৃহভঙ্গ ও চুরি)।

পুলিশ জানায়, আসামিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। চুরি ও অপরাধ দমনে পুলিশের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কোটচাঁদপুরের প্রথম নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান আর নেই

কোটচাঁদপুর উপজেলার প্রথম নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান সরদার আলী আহম্মেদ আর নেই। শনিবার জার্মানিতে নিজ বাসায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি…রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি কোটচাঁদপুর বাজারপাড়ার বাসিন্দা এবং সাবেক পৌরসভা চেয়ারম্যান মরহুম গোলাম হায়দার সরদারের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ছয় ভাই ও ছয় বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা বাজেবামনদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সম্পন্ন হয়। পরে তিনি রাজশাহীতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক জীবনে প্রথমে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরবর্তীতে জাসদের রাজনীতিতে যোগ দেন। সে সময় তিনি কোটচাঁদপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৫ সালের দিকে উপজেলা পরিষদ গঠনের পর নির্বাচনে অংশ নিয়ে তিনি কোটচাঁদপুরের প্রথম উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলা চেয়ারম্যান থাকাকালে তিনি একটি সরকারি পোস্ট কোয়ার্টার অপসারণ করে সেখানে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, এতিমখানা ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি থেকে বহু শিক্ষার্থী হাফেজ হিসেবে বের হয়েছেন।

১৯৯৫ সালের দিকে তিনি জার্মানিতে পাড়ি জমান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। দীর্ঘ ৩২ বছর তিনি জার্মানিতে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী সরদার রেজমুন নাহার শিরিন জানান, মাথায় জটিলতা দেখা দিলে চলতি বছরের জানুয়ারিতে তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়। এরপর থেকে বাসায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন। শনিবার সকালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরিবারের পক্ষ থেকে মরদেহ দেশে আনার চেষ্টা চলছে। তিনি এক ছেলে ও দুই কন্যা সন্তানের জনক। কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এনামুল হাসান বলেন, যেহেতু তিনি উপজেলার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন, তাই উপজেলা মসজিদে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়ার আয়োজন করা হবে।

কোটচাঁদপুর ও মহেশপুরে এমপি মতিয়ার রহমানের পরিচ্ছন্নতা অভিযান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরিচ্ছন্না অভিযান করা হয়েছে।

সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ অভিযানের উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক মতিয়ার রহমান।

সেসময় উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজুল ইসলাম, সেক্রেটারি মাস্টার শাহাবুদ্দিন খান, যুব বিভাগের সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, যুব বিভাগের সহকারী সেক্রেটারি আহসান হাবীব শামীম, পৌর জামায়াতের আমীর মুহাদ্দিস আব্দুল কাইয়ুম, সেক্রেটারি মাহফুজুল হক মিন্টু, বলুহর ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর শাহ আলম, সাফদারপুর ইউনিয়ন যুব বিভাগের সভাপতি জুবায়ের হোসেনসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা জামায়াতের আয়োজনে দিনভর এই পরিচ্ছন্ন অভিযানে হাসপাতাল চত্বর, বিভিন্ন ওয়ার্ড, রুম পরিষ্কার করা হয়।

আয়োজকরা জানান, রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং হাসপাতালকে আরও পরিচ্ছন্ন ও সেবাবান্ধব করতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানান। এর আগে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একই অভিযান পরিচালিত হয় দলটির পক্ষ থেকে।

হরিণাকুণ্ডুতে বিড়ি খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ; আহত ২

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় রোজার মাসে প্রকাশ্যে বিড়ি খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে ২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

গত শুক্রবার বিকেলে উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের গোপীনাথপুর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেদিন বিকাল ২টার দিকে নাজিম উদ্দীনের বিড়ি খাওয়াকে কেন্দ্র করে আফজাল মালিতার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে আফজাল মালিতার লোকজন দলবদ্ধ হয়ে এসে নাজিম উদ্দীন (৫৫) ও তার ছেলে মশিয়ার রহমানকে
(২৫) মারধর করে আহত করে।

পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এ বিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি (তদন্ত) অসিত কুমার জানান, “আমরা ঘটনাটি শুনেছি, তবে থানায় কোনো মামলা হয়নি। মামলা হলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

চাঁদাবাজি বন্ধে এমপি আলী আজমের কঠোর হুঁশিয়ারি

চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম মো. আবু বকর।

তিনি বলেন, “সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ কষ্ট করে ছোট ছোট যানবাহন চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু একটি চক্র সেই খেটে খাওয়া মানুষের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করে। এই চাঁদাবাজি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। তাদের ছাড় দেওয়া হবে না।”

রবিবার দুপুরে চাঁদাবাজি বন্ধে হরিণাকুণ্ডু ও ঝিনাইদহ শহরে মাইকিং কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা মোড়ে আয়োজিত এক পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

এমপি আলী আজম মো. আবু বকর বলেন, “সাধারণ মানুষ আলমসাধু, ভ্যান ও রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু হরিণাকুণ্ডু শহরের কিছু ব্যক্তি এই খেটে খাওয়া মানুষগুলোর কাছ থেকে চাঁদাবাজি করে। এসব চাঁদাবাজের লজ্জাও লাগে না।”

তিনি আরও বলেন, “আমরা চাঁদাবাজি বরদাশত করবো না। যারাই চাঁদাবাজি করবে, তারা যত বড় শক্তিশালীই হোক, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। যে বা যারা চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত, আজ থেকেই তা বন্ধ করুন। যদি চাঁদাবাজি না ছাড়েন, তাহলে আইনগতভাবে কীভাবে ব্যবস্থা নিতে হয়, তা আমার জানা আছে।”

মহাকাশে বসতি গড়ার স্বপ্ন দেখিয়ে বিশ্বজয়ী কোটচাঁদপুরের ৭ শিক্ষার্থী

মহাকাশে মানুষের বসতি স্থাপনে তিনটি বিষয়ে গবেষণা করে প্রতিবেদন লিখেছেন ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭ শিক্ষার্থী খাজা আতিফ আবিদ, তসলিম উদ্দিন, আরেফিন সিদ্দিকী, ওমর ফারুক আল সাবিত, তাওফিক আহমেদ, তাসলিম আহমেদ ও মুনতাসির রহমান বিশ্বাস। তাদের গবেষণার মূল বিষয় ছিল খাদ্য নিরাপত্তা, সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিনন্দন ও বাস্তবভিত্তিক সমাধান।

শিক্ষার্থীরা মনে করেন, প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্ভব হলে ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযানের জন্য এটি একটি বাস্তবসম্মত ও টেকসই দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে। তাদের এই প্রতিবেদন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল স্পেস সোসাইটি (এনএসএস) এর “লিভিং ইন এ হেলদি স্পেস” প্রতিযোগিতায় দশম গ্রেড (বড় দল) ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। ফলে তারা অত্যন্ত আনন্দিত।

তবে ওয়াশিংটনে গিয়ে তাদের গবেষণা উপস্থাপনের ব্যয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তারা। প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে না পারলে তাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন শিক্ষার্থীরা। এজন্য তারা সরকার ও সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা কামনা করেছেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

কোটচাঁদপুর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খাজা আতিফ আবিদ জানান, ২০২৪ সালে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের তার বন্ধুরা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল স্পেস সোসাইটি (এনএসএস)-এর প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। যার ফল ঘোষণা করা হয় ২০২৫ সালের মার্চ মাসে। সেই প্রেস রিলিজটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রকাশ করেছিল। ওই সংবাদ দেখে অনুপ্রাণিত হন আবিদ।

এরপর তিনি বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির আরও ৬ বন্ধুকে নিয়ে একটি দল গঠন করেন। তাদের প্রকল্পের শিরোনাম ছিল “এ ভিশন অব হারমনি, হেলথ অ্যান্ড প্রোগ্রেস”। প্রতিবেদনটি লিখতে তাদের প্রায় এক বছর সময় লেগেছে। অধিকাংশ সময় তারা বিদ্যালয়ের ল্যাবেই একসঙ্গে কাজ করেছেন। নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি তারা গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন।

২১ নভেম্বর ২০২৫ সালে তারা গবেষণা প্রতিবেদনটি এনএসএস এর “লিভিং ইন এ হেলদি স্পেস” প্রতিযোগিতায় জমা দেন। ফলাফল প্রকাশিত হয় ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ সালে এনএসএস-এর ওয়েবসাইটে। সেখান থেকেই তারা জানতে পারেন, দশম গ্রেড (বড় দল) ক্যাটাগরিতে তাদের দল প্রথম হয়েছে। শিক্ষার্থীদের দাবি, এই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ২৫২টি দেশ অংশগ্রহণ করেছে।

প্রকল্পটি সম্পর্কে আবিদ জানান, “স্টেলার হ্যাভেন” একটি গবেষণাভিত্তিক ও ভবিষ্যতমুখী চন্দ্র বসতি পরিকল্পনা। এর লক্ষ্য চাঁদের প্রতিকূল পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদি, নিরাপদ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মানব সমাজ গড়ে তোলা। শুরুতে ৭০ হাজার মানুষের বসবাসের পরিকল্পনা থাকলেও ভবিষ্যতে তা বাড়িয়ে ১ লাখ ৩০ হাজারে উন্নীত করা সম্ভব।

পুরো স্থাপনাটি দুটি বৃহৎ ষড়ভুজ কাঠামো এবং একটি কেন্দ্রীয় টাওয়ার নিয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় অংশ শক্তি সরবরাহ, বায়ু নিয়ন্ত্রণ, পানি বণ্টন ও তথ্য আদান-প্রদানের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। নকশা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে সংযোগকারী পডের মাধ্যমে ভবিষ্যতে নতুন অংশ যুক্ত করা যায় এবং সহজে সম্প্রসারণ সম্ভব হয়।

প্রথম দুই বছরে ভিত্তি নির্মাণ ও অবকাঠামো স্থাপন করা হবে। পরবর্তী কয়েক বছরে আবাসন, কৃষি ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হবে। প্রায় দশ বছরের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ চন্দ্র সমাজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

শক্তি সরবরাহ হবে এ প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। চাঁদের দিন-রাতের দৈর্ঘ্য ভিন্ন হওয়ায় দিনের বেলায় সৌরশক্তি ব্যবহার করা হবে। দীর্ঘ প্রায় ১৪ দিনের চন্দ্ররাতে ৪০ কিলোওয়াট ফিশন সারফেস পাওয়ার সিস্টেম ব্যবহার করে পারমাণবিক শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। উন্নত শক্তি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, পানি পুনর্ব্যবহার, বায়ু নিয়ন্ত্রণ ও আবাসিক অংশ সচল রাখা হবে।

খাদ্য নিরাপত্তার জন্য মোট এলাকার প্রায় ৩৮ শতাংশ কৃষির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। চাঁদের মাটিতে সরাসরি চাষ সম্ভব নয় বলে হাইড্রোপনিক্স ও অ্যারোপনিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। হাইড্রোপনিক্সে মাটি ছাড়াই পুষ্টিসমৃদ্ধ পানিতে গাছ জন্মানো যায়। অ্যারোপনিক্সে গাছের শিকড়ে সূক্ষ্ম পুষ্টিকণা স্প্রে করা হয়। এ পদ্ধতিতে পালং শাক, লেটুস, টমেটো, স্ট্রবেরি, মটরশুঁটি, কুইনোয়া, ডাল ও বাদামজাতীয় ফসল উৎপাদন সম্ভব।

সাপ্তাহিক খাদ্যতালিকা এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে প্রয়োজনীয় ক্যালরি, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ নিশ্চিত হয়। কম মাধ্যাকর্ষণে হাড় ও পেশির দুর্বলতা রোধে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আবিদ জানান, চাঁদে উচ্চমাত্রার বিকিরণ একটি বড় ঝুঁকি। সেখানে পৃথিবীর মতো চৌম্বক ক্ষেত্র বা ঘন বায়ুমণ্ডল নেই। তাই বিশেষ বিকিরণ-প্রতিরোধী প্রাচীর, পানিস্তর, পলিথিন ও ধাতব আবরণ ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। সেন্সরের মাধ্যমে বিকিরণ মাত্রা পরিমাপ করা হবে এবং এআই-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা নিরাপদ সময় নির্ধারণ করবে। বাইরে কাজের সময় মহাকাশচারীরা বিশেষ সুরক্ষিত পোশাক পরবেন। উন্নত লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বায়ুর মান নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে।